Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 496 – 504
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

উনিশ শতকের বাংলার শিশুশিক্ষা ও শিশুসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা

অয়ন ঘোষ
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : ayanghosh.ab@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Nineteenth century, Education, Language, Children's literature, Pathshala, Textbook, Gentry, Working class.

Abstract

As the commercial value and utility of English education in this country increased from the late 18th century onwards, traditional education gradually declined. Bengali prose literature and Bengali children's literature also began in the early part of the nineteenth century. From the foundation of the Calcutta School-Book Society in 1817 AD, the beginning of the present children's literature in Bengal and from then on till the era of Vidyasagar Mahashay, this institution developed this literature. There was an absolute lack of textbooks in the country at that time and the British were trying to teach the natives in English for their own purposes. In such a situation, the core of Bengali children's literature lies in textbooks and education. In 1803, William Ward wrote that almost all villages in Bengal had schools (pathshalas) for teaching writing, reading, and arithmetic. Many Pathshalas were established in Serampore by William Carey, Joshua Marshman and William Ward. Lack of printed books was a major problem in education in this country. Along with the plan of setting up the schools, the Serampore Mission arranged for the preparation, printing and publishing of books on various subjects such as language learning, grammar, history, geography, science. By 1820 AD, a total of 27 books on geography, astronomy, history, dictionaries, alphabets, glossaries etc. were published from śrīrāmapur. Modern children's textbook Bengali primers began in the middle of the 19th century. No one has written children's Bengali textbooks suitable for children like Madanmohan Tarkalankar. In 1849 Madanamohan wrote his 'Shishu Shiksha' Part I, II and III for girls at Bethune's school. The book must have been loved by the children of the 19th century Calcutta gentry. However, the books were not enjoyable reading for working class children as they did not contain the daily life of working class people or the words they used. Akshay Kumar Dutta's illustrated 'cārupāṭha' was published in 1852 AD. The first manifestation of Ishwarchandra Vidyasagar's great work is also in children's literature. In 1847 AD, his 'Bētālapañcabinśati' was published. Vidyasagar, the most influential native educationist of the second half of the 19th century,

published his 'Barṇaparicaẏa' Volumes I and II in 1855. Like other authors, he did not write children's books for special school needs, he published on a commercial basis. Vidyasagar's 'kathāmālā', 'jībanacarita', 'bōdhōdaẏa', 'ākhyānamañjarī' etc. are children's literature written by him. In fact, the children's books of the 19th century were developed for the sons of the gentry. None of them attempted to cross the boundaries of Sādhubhāṣā and enter the world of common people's speech. We have to understand the development of modern children's textbooks written in the 19th century and the development of modern education and society as an interrelated issue. Bengali reading books of the first part of the 19th century were written for boys and girls of special Bengali schools. The establishment of Bangla schools and the spread of public education in this period should not be seen as the same thing. The newly refined Bengali language became the hallmark of the urban educated middle class or gentry. Through all this, the destruction of the language world of the lower classes took place and the colonial neo-primary education system also ensured the exclusion of the working classes.

Discussion

আঠারো শতকের শেষের দিক থেকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বাণিজ্যিক মূল্য ও উপযোগিতা যতই বাড়লো, ততই ক্রমশ অবনতি হতে থাকল ঐতিহ্যসম্মত শিক্ষার। ধরমপাল-এর মতে, অষ্টাদশ শতকের ভারত জনশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ছিল এবং মেকলের বিধানে উনিশ শতকের গতিধারায় এই দেশীয় ঐতিহ্যের অবক্ষয় হয়।[১] কাজী শহীদুল্লাহ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রদানের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাঠশালাগুলির প্রশংসা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সরকারি হস্তক্ষেপ এই ব্যবস্থার ধংসসাধন করেছিল।[২] সমাজতত্ত্ববিদ হেটুকার ঝা দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিহারেরও গ্রাম্য জীবনের অঙ্গ ছিল এই পাঠশালাসদৃশ বিদ্যালয়, যেখানে বিভিন্ন জাতের ও সম্প্রদায়ের কৃষকগোষ্ঠীর শিশুরা তাদের পেশাগত কার্যকলাপ চালাতে যথেষ্ট কর্মদক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত হত। তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থনে James Ray Hagen এর গবেষণার উল্লেখ করেছেন যে যখন এই দেশীয় স্কুলগুলোর কিছু ১৮৭০ এর ব্রিটিশ শাসনাধীনে সৃষ্ট ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, বাদবাকি অর্থাভাবে দ্রুত অবক্ষয়ের মুখে পড়ে।[৩] পরমেশ আচার্য তাঁর দেশজ শিক্ষাধারা সম্পর্কিত গবেষণায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে বাংলায় দেশীয় পাঠশালা ব্যবস্থা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলো মেটাতো এবং শ্রেণীবিন্যস্ত সামাজিক কাঠামো ও সমাজে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বজায় রাখতেও এর ভূমিকা ছিল।[৪]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই বাংলার গদ্য-সাহিত্যের ও বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যেরও সূচনা। এর আগে বাংলায় কোনও উল্লেখযোগ্য শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রমাণ আমরা পাই না।[৫] কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে, এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যের আরম্ভ এবং তখন থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগের পূর্ব পর্যন্ত এই সাহিত্যের উন্নতিবিধান করে এই প্রতিষ্ঠানটি। তখন দেশে পাঠ্যপুস্তকের নিতান্ত অভাব এবং ব্রিটিশরা নিজ উদ্দেশ্যে এদেশীয়দের ইংরেজী পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে সচেষ্ট ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার শিশু-সাহিত্যের মূল পাঠ্যপুস্তকে ও শিক্ষাক্ষেত্রেই নিহিত।[৬]

১৮০৩ সনে ওয়ার্ড লিখেছেন, বাংলার প্রায় সব গ্রামেই লেখা, পড়া এবং অঙ্ক শেখানোর জন্য বিদ্যালয় (পাঠশালা) ছিল।[৭] টমাস মনরো ১৮১৩ সালে পার্লামেন্টে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় (‘*a school in every village*’) আছে।[৮] জনশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী বড়লাট লর্ড ময়রা ১৮১৫ সনের ২রা অক্টোবর একটি মন্তব্য লিপিতে লেখেন— দেশীয় পাঠশালার শিক্ষকগণ ছেলেদের লেখা, পড়া ও অঙ্ককষা শেখান। এঁরা যে সামান্য বেতন নেন, গ্রামের কারো পক্ষেই তা দেওয়া কঠিন নয়, এবং এঁরা ছাত্রদের যেটুকু বিদ্যা শেখান তা গ্রামের জমিদার সেরেস্তার কাজ, হিসাবরক্ষকের কাজ এবং দোকানদারির কাজের পক্ষে যথেষ্ট।[৯] শ্রীরামপুরে পাদ্রী উইলিয়াম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখেরা বহু পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। ১৮১৭ সনের মধ্যে শ্রীরামপুরের

চারদিকে কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল। সবশুদ্ধ দু'হাজার ছাত্র এই সব পাঠশালায় পড়ত।[১০] মুদ্রিত পুস্তকের অভাব এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল। শ্রীরামপুর মিশন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে সারণী, বিজ্ঞানের কপিবুক, ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক বই, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে।[১১] পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ফেলিকস্ কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ। তাঁদের উদ্যোগে, '১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, অভিধান, বর্ণমালা, শব্দকোষ, প্রভৃতি বিষয়ের ২৭খানি পুস্তক শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়'।[১২]

লোকশিক্ষায় ও ভাষা বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই শ্রীরামপুরের মিশনারীরা সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। তাঁরা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিলে বাংলা ভাষায় *'দিগদর্শন '* নামক মাসিক পত্রিকা এবং মে মাসে *'সমাচার দর্পণ'* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ও ইংরেজি ভাষায় *'Friend of India'* (ত্রৈমাসিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক) প্রকাশ করেন। সর্বপ্রথম প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা *'দিগদর্শন'*-এ ভূগোল, ইতিহাস, দেশ-বিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী ইত্যাদি প্রকাশিত হত। *দিগদর্শনের* ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়ই ছিল বিদ্যালয়ের ব্যবহারের উপযোগী। সেই জন্য স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে দিগদর্শন পাঠ্যপুস্তকরূপে চলিত ছিল।[১৩]

কলকাতায় জনশিক্ষার উদ্যোগ, আয়োজন ও পরিচালনায় স্কুল সোসাইটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। *'সমাচার দর্পণ'* পত্রিকা লিখেছে (১৩.৩.১৮১৯) যে, এসময়ে বাংলা স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৩২। স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা নিম্নমানের হওয়ায়, এই অবস্থার পরিবর্তনকল্পে সোসাইটি বাংলা স্কুলগুলিতে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার বিভিন্ন সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করেছে। সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক রাজা রাধাকান্ত দেব কলকাতাকে চারভাগে ভাগ করে প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন পল্লীর নাম এবং সেখানে অবস্থিত পাঠশালার সংখ্যা স্থির করেন। তিনি পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই লিখে ও লিখিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই সোসাইটি ছয়খানি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থগুলি বিদ্যালয়পাঠ্য সাহিত্য-পুস্তক। গ্রন্থ কয়খানির লেখক ছিলেন রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, তারাচাঁদ দত্ত ও ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট। স্টুয়ার্ট ছিলেন বর্ধমানে প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুটান্ট। তিনি বর্ধমানে প্রথমে দুটি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর স্কুলের সংখ্যা ক্রমে হয় দশটি। তারাচাঁদ দত্ত তাঁর কর্মচারী, সম্ভবত শিক্ষার ব্যাপারে সহকারী ছিলেন। স্কুল-বুক সোসাইটির রিপোর্টেই জানা যায়, স্টুয়ার্ট *'ইতিহাস কথা'* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, পরে এর নাম হয় *'উপদেশ কথা'*। দেব-মিত্র-সেন *'নীতিকথা'* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, গ্রন্থখানি ১ম, ২য়, ও ৩য় এই তিন ভাগে বিভক্ত। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তারাচাঁদ দত্তের '*মনোরঞ্জনেতিহাস*' । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা বলেছেন গ্রন্থটিতে 'যুবকদিগের প্রতি উপদেশ বিবৃত হইয়াছে', কিন্তু গ্রন্থটির নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে 'বালকের দিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতি শিক্ষক উপাখ্যান'। সম্ভবত সেকালে পাঠশালার অনেক পড়ুয়ার বয়সাধিক্যের কথা চিন্তা করেই পত্রিকা একথা লিখে থাকবে। ১৮২০ তে বালকদের পাঠার্থে *'হিতোপদেশ'* নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেব *'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ'* রচনা করেন। আলোচ্য গ্রন্থে রাধাকান্ত দেব মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি তিনি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ স্বল্প ইংরেজি জ্ঞান যুবকদের কৃষি ও শিল্প থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে এবং তাদের সরকারি ও সওদাগরি অফিসে কেরানি হতে প্রলুব্ধ করবে। তাতে বেশিরভাগ যুবকেরা হতাশায় ভুগবে এবং ইংরেজি ভাষায় স্বল্পজ্ঞান তাদের অহঙ্কারী করে তুলবে। তারা আর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ফিরে আসতে পারবে না এবং ভবঘুরেতে পরিণত হবে।[১৪]

'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে'র প্রকাশের পর বেশ কয়েক বছর কোনো শিশুপাঠ্য বাংলা সাহিত্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। স্কুল-বুক সোসাইটি প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায়ও সেরূপ কোনও গ্রন্থের নাম দেখা যায় না। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় শ্রীমতী সিয়ার উডের *'ছোট হেনরী'* নামে গল্পপুস্তক। কিছুটা ধর্মপ্রচারমূলক হলেও এটি বাংলা শিশু-সাহিত্যে নিছক গল্পবই হিসেবে অগ্রাধিকার পাবে। গ্রন্থটি বিদ্যালয় পাঠ্য ছিল না। তবে শ্রীমতী সিয়ার উড বঙ্গনারীদেরও পূর্বে বাংলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা গদ্য রচনায় ও শিশু-সাহিত্যে তাঁর অবদান স্বীকার্য। ১৮৩৬

খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বিবিধ বিষয়ক নীতিগল্পমূলক গ্রন্থ *'জ্ঞানাঙ্কুর'* ও *'সদাচারদীপক'*। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে যেমন দু'একজন করে বঙ্গভাষার লেখকের আবির্ভাব হচ্ছিল তেমনি গড়ে উঠছিল ও বিস্তৃত হচ্ছিল পাঠকমহলও।[১৫] ১৮৩৮-এ প্রকাশিত হয় গোপাললাল মিত্রের নীতিশিক্ষামূলক *'জ্ঞানচন্দ্রিকা'*। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *'নীতিদর্শন'*, এটি রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হিন্দু কলেজ পাঠশালার অগ্রসর ছাত্রগণের সম্মুখে নীতিবিষয়ক যে বাংলাপাঠ বক্তৃতা দেন সেগুলিরই সমষ্টি।[১৬] তখন ছাত্রদেরকে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষতি হওয়ায় রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপোলিটন নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপদেশার্থে এক 'প্রকাশ্য বক্তৃতায় ' বলেন, 'প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তিদায়ক সন্দেহ কি?' 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ' রবীন্দ্রনাথের এই কথা তর্কসিদ্ধান্তের উক্তিরই চলিতরূপ মাত্র।[১৭] যাইহোক কলকাতার ভদ্রসমাজ যে মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে ভদ্রসমাজের প্রথম উদ্যোক্তা হিন্দুকলেজ পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। ১৮৪০-এর ১৮ই জানুয়ারি হিন্দুকলেজ পাঠশালার পাঠ আরম্ভ হয়। সেদিন পাঠশালার প্রধান অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং বাংলা যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার মতো শক্তিশালিনী ভাষা— সে কথাও বলেন।[১৮] ১৮৪০-এর ১৩ই জুন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই পাঠশালার একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাঠশালাটির পড়ুয়াদের জন্য শিশুসাহিত্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থও রচিত হতে থাকে। উক্ত পাঠশালাদুটির ইংরেজির প্রতি মোহও সমান প্রবল ছিল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় বাংলা ভাষায় হিন্দুশাস্ত্র পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল, সেই সঙ্গে ইংরেজিও পড়ানো হত। হিন্দুকলেজ পাঠশালা পরে সংস্কৃত কলেজে স্থানান্তরিত হলে বাংলার সঙ্গে ইংরেজিও পড়ার ব্যবস্থা হয়। এই ভাবেই পরবর্তী 'অ্যাংলো ভার্নাকুলার' স্কুলের গোড়াপত্তন হয়। উডের ডেসপ্যাচ এই প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করে।[১৯]

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাংলার ইংরেজিনবীশেরা প্রাচীনকে ভেঙেচুরে ইউরোপের ছাঁচে নিজেদের সমাজকে নূতন করে গড়ে তুলবার জন্য কতটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, শিবনাথ শাস্ত্রীর *'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'* ও রাজনারায়ণ বসুর '*সেকাল আর একাল'* গ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় ভারতের মধ্যযুগের মন্ত্রমুগ্ধ ও শাস্ত্রবদ্ধ সাধনা ও শিক্ষাকে নিজের প্রকৃতিগত দুর্বলতা দেখিয়ে আধুনিক ইউরোপের যন্ত্রবহুল এবং যুক্তিপ্রধান সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে একটা সমীচীন সমন্বয়ের যে পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তা সম্ভব হয় নি। তখনও তারা ইউরোপীয় শিক্ষার 'দুর্দ্ধর্ষতা উপলব্ধি করে নাই। সুতরাং তাহার সঙ্গে যে একটা সন্ধি করা আবশ্যক, ইহাও লোকে বুঝিল না। ...কিন্তু রাজা যাহা সম্মুখে না দেখিয়াও তা আসিতেছে ইহা বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা-প্রভাবে তাহা যখন উজ্জ্বল হইয়া চক্ষুগোচর হইল, তখন লোকে রাজাকে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা স্বদেশকে ভুলিয়া একেবারেই নূতন বিদেশী শিক্ষা ও সাধনার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন।'[২০] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি তিনটি ভাষার অনুশীলনেই বঙ্গসন্তানেরা তৎপর হয়েছিলেন। তবে ইংরেজির দিকেই যে তাঁরা নানা কারণে অধিকতর মনোযোগী হন তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ১৮৩৪ সালে হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর টাইটলারের সঙ্গে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র বাদানুবাদ হয় *'ক্যালকাটা কুরিয়র'* সংবাদপত্রে। টাইটলার প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষাসমূহকে শিক্ষার বাহন রাখার পক্ষপাতী, আর কৃষ্ণমোহন ইংরেজির সমর্থক। তবে কৃষ্ণমোহন বিতর্ক শেষে এটিও স্বীকার করেন যে, শিক্ষার বাহন হওয়ার দাবি বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষারই, আর সেদিন সুদূরে নয় যখন বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হবে।[২১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ আধুনিক বাঙালির প্রাথমিক শিক্ষার যুগ গিয়েছে। এই সময়ে যা কিছু লেখা হয়েছে সব শিক্ষামূলক অথবা প্রচারমূলক কিংবা বিতণ্ডামূলক। শিক্ষা বা প্রচারের একটা দিক ছিল ইংরেজি থেকে অনুবাদ, যা প্রধানত শ্রীরামপুরের মিশনারিরা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকেরা করেছিলেন। দ্বিতীয় দিক ছিল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ, এই কাজ করেছিলেন প্রাচীনপন্থী কবিরা ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতমন্ডলী। আর তৃতীয় দিক ছিল বিতন্ডামূলক, তা প্রধানত রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। তবে এর মূলে ছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর

পর্তুগিজ মিশনারীদের প্রচেষ্টা।[২২] বাংলা-গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধরচনার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন রামমোহন। তাঁর শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাংলা-গদ্যের গুরুত্ব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে বাংলায় প্রকাশ করে বাংলা ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করে ভাষায় প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করে একে সতেজ ও পুষ্ট করেছিলেন। তিনি বাংলায় ধর্ম সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণও প্রণয়ন করেছিলেন।[২৩] তিনি বাংলা রচনা যাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়, তার পক্ষপাতী ছিলেন। বহু ইউরোপীয় জনহিতৈষী, যাঁরা এদেশীয় জনসাধারণের উন্নয়নে প্রয়াসী, তাঁদের জন্য তিনি ইংরেজিতেও বাংলা ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মাবলী সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেন।[২৪]

আধুনিক শিশুপাঠ্য বাংলা প্রাইমারের শুরু উনিশ শতকের মাঝামাঝি। শিশুদের মতো করে শিশুপাঠ্য বাংলা বই মদনমোহনের আগে কেউ লেখেননি। ১৮৪৯ খ্রিঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর *শিশুশিক্ষা* প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ লিখেছিলেন বেথুনের স্কুলের ছাত্রীদের জন্য। বইটি উনিশ শতকের কলকাতার ভদ্রসমাজের শিশুদের নিশ্চয়ই খুব আদর লাভ করে। তবে শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথা বা তাদের ব্যবহৃত শব্দ না থাকায় শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শিশুদের পক্ষে এগুলো সুখপাঠ্য নাও হতে পারে। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র *'চারুপাঠ'*। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহৎ কর্মাবলীর প্রথম প্রকাশ শিশু সাহিত্যে। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর *'বেতালপঞ্চবিংশতি'*। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশীয় শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর তাঁর *'বর্ণপরিচয়'* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। অন্যান্য লেখকদের মতো তিনি কোনো বিশেষ স্কুলের প্রয়োজনে তাঁর শিশুপাঠ্য বই লেখেননি, তিনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের *কথামালা, জীবনচরিত, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী* প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রচিত শিশু-সাহিত্য। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য, আর্থিক অসচ্ছলতার অসুবিধাসত্ত্বেও, হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নানাস্থানে (মাসিক ১৮৬৫ টাকা ব্যয়ে) ১০১টি পল্লী-পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন (অক্টোবর ১৮৪৪)।[২৫] বিদ্যাসাগর এই কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সকল পাঠশালার জন্য শিক্ষক নির্বাচনের ভার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি মার্শেল ও বিদ্যাসাগরের উপর ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতির অভাবে হার্ডিঞ্জের প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেনি। হার্ডিঞ্জের স্থাপিত স্কুলগুলির অসফলতা সত্বেও বিদ্যাসাগর দমেননি। তিনি মডেল স্কুল গুলিকে সার্থক করবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন। কাজ সূচনার তিন বছর পরে তিনি যে রিপোর্ট লেখেন তাতে সফলতার পরিচয় পাওয়া যায় —

> "প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ সকল বাংলা পাঠ্যপুস্তকই পাঠ করিয়াছে। ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে।
>
> গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল মফঃস্বলের লোকেরা মডেল স্কুলগুলির মর্ম বুঝিবে না। প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সার্থকতা এই সন্দেহ দূর করিয়াছে। যে-যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই-সব গ্রামের এবং তাহাদের আশেপাশের পল্লীবাসীরা এই বিদ্যালয় গুলি অতি উপকারী বলিয়া মনে করে; ইহার জন্য সরকারের কাছে তাহারা কৃতজ্ঞ। স্কুল গুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে ছাত্র-সংখ্যাই তাহার প্রমাণ।"[২৬]

ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে দানশীলতা, লোকহিতৈষণা বা মানবপ্রীতি ও দয়াশীলতা প্রভৃতি মূল্যবোধের ক্রমবর্ধিত লক্ষণীয়তা পরিলক্ষিত হয়। এই ইউরোপীয় ইডিয়মগুলি এদেশীয় ধর্মীয় নৈতিক আদর্শগুলির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েছিল যে পদ্ধতির মাধ্যমে তা ছিল সুদীর্ঘ ও জটিল ; এবং আঞ্চলিক ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও অগণিত ব্যক্তিগত উদ্যোগের ধরনগুলো এর গড়নে উপাদান হিসেবে সাহায্য করেছিল । এক্ষেত্রে বিষয়টিকে এই নৈতিকতার নতুন ধারণাগুলোর হঠাৎ আবির্ভাব হিসেবে না দেখে এগুলোকে মূল্যবোধের 'আংশিক ও নির্বাচনমূলক' পুনর্নির্মাণ হিসেবে দেখা উচিত, যেমনটা Douglas Haynes দেখিয়েছেন পশ্চিম ভারতের ঔপনিবেশিক সুরাটের ক্ষেত্রে।[২৭] বিদ্যাসাগরের রচিত পাঠ্যপুস্তক ও স্কুলপাঠ্যে এই পুনঃনির্মাণের পদ্ধতিটিকে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর '*বর্ণপরিচয়*' ও *'বোধোদয়'*-এ

এদেশীয় ও ইউরোপীয় নৈতিকতা- উভয়ের মিশ্রণে গঠিত বিশ্বদর্শন পাই।[২৮] তাঁর *'বোধোদয়'* ও '*জীবনচরিত'* প্রভৃতি পাঠ্য গ্রন্থগুলিতে তিনি তরুণ মনকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও যৌক্তিক চিন্তাভাবনার প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টা চালান। সর্বোপরি, পাঠ্যগ্রন্থ গুলি আধুনিক বাংলা গদ্যের গড়নে তাদের ভূমিকার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃত বাংলা গদ্য নিজের রূপ নিয়েছিল তার চারটি মূল সাহিত্যকর্ম— *বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস* আর *ভ্রান্তিবিলাস*-এ। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত এবং ইংরেজি থেকে অনুকরণ করে সমন্বয়পূর্ণভাবে বাংলার সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলেন। তাই অশোক সেন বলেছেন, সাধারণের জীবনের নিকটবর্তী তার ভাষা ছিল চলিত এবং একই সঙ্গে পরিমার্জিত, সুরুচিপূর্ণ,সহজবোধ্য ও শব্দ বাহুল্যবর্জিত, তবুও বর্ণময় ও সুশ্রাব্যও। এভাবে আমাদের ভাষায় নতুন সমন্বয়, গদ্যের একটা ভিন্ন ঐকতান সৃষ্টি হয়েছিল।[২৯]

উনিশ শতকের শেষের দিকে অভিজাত বা উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি আর লোকসংস্কৃতির মধ্যে দাগ টানাটা সবসময় সহজ ছিল না। ব্রায়ান হ্যাচার এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন যে সংস্কৃত পণ্ডিতরা কি অভিজাত বা উচ্চবর্গীয় ছিলেন? হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্ব বিশ্ব-দর্শনের মধ্যে অবশ্যই তাঁরা গণ্যমান্য ছিলেন, তবে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জগতে তাদের অবস্থানটা কি ছিল? নিশ্চিতভাবে বিদ্যাসাগরের মতো কিছু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উচ্চবর্গীয় বা বুর্জোয়া হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অনেকেই দরিদ্র ও প্রান্তিক হয়ে পড়েছিল। তবে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের মতো বিদ্যাসাগর উচ্চবর্গের ও জনসাধারণ্যের— এই উভয় জগতের মধ্যেই অনায়াসে বিচরণ করেছেন।[৩০]

আসলে উনিশ শতকের শিশুপাঠ্য গুলি ভদ্রলোকের ছেলে-মেয়েদের জন্যই গড়ে উঠেছিল, এগুলির কোনোটাই সাধুভাষার সীমানা অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের কথার জগতে প্রবেশের চেষ্টা করেনি। লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) শুধু *'Folk Tales of Bengal'* ও *'Bengal peasants' Life'* গ্রন্থ দু'খানির লেখক বলেই পরিচিত। ১৮৫৯-এর পূর্বে তিনি যে *'On Vernacular Education in Bengal'* এবং *'On English Education in Bengal'* নামে দুটি প্রবন্ধ বেথুন সোসাইটির সভায় পাঠ করেছিলেন, তা সোসাইটির কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়।[৩১] তিনি বাংলায় শিক্ষার প্রসারে সরকারকে অনুরোধ জানান তাঁর *'Compulsory Education in Bengal'* (১৮৬৯) প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার এক অধিবেশনে পঠিত হয়।[৩২] শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ তাঁর পাক্ষিক পত্রিকা *'অরুণোদয়ে'* আলোচনা করেছেন। মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলছেন, 'স্বদেশীয় ভাষাজ্ঞান ব্যতিরেকে ভাষান্তরজ্ঞান কখনই সুলভ কি সহজ হয় না— প্রথম শিক্ষাকল্পে সাতিশয় কঠিনতর বোধ হয়। দেশভাষা বিশিষ্টরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া যে কোন ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহাতে অবশ্যই কৃতকার্য হওনের সম্ভাবনা।'[৩৩] জনশিক্ষার পাঠ্যসূচি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন-

> "যে পড়া, লেখা এবং অঙ্ককষা— এই তিনটিই হবে মুখ্য শিক্ষণীয় বিষয়। পাঠ্যবইতে থাকবে পশুজগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং ধাতু সম্পর্কে বিভিন্ন রচনা। তাছাড়া কৃষি, নীতিধর্ম, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে প্রাথমিক হিসাবরক্ষা, জমিদারী হিসাবরক্ষা, পত্রলিখন, ভূগোল, ইতিহাস এবং ব্যায়ামশিক্ষা। তিনি বলেছেন ব্যায়ামচর্চা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আবশ্যিক করে ক্ষীণশক্তি বাঙালীর স্বাস্থ্যোন্নতির পথ সুগম করতে হবে।"[৩৪]

তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করতে হলে ভ্রান্ত পরিস্রবন-নীতির পরিহার করতে হবে। কিশোরীচাঁদ মিত্র, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'শিক্ষা উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চুঁইয়ে পড়ে— এ সত্যের প্রমাণ হচ্ছে কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ তাঁদের ডেসপ্যাচ কার্যকর করার পর থেকে দেশে প্রচুর স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদের শিক্ষিত করা, তাহলেই দেখা যাবে নিম্নশ্রেণীরা শিক্ষিত ও উন্নত হচ্ছে। বেথুন সোসাইটির বক্তৃতায় (১৮৬৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর) লালবিহারী কিশোরীচাঁদের এই উক্তি উল্লেখ করে নিম্ন পরিস্রবন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোন দেশেই কোন কালে জ্ঞান বা বিদ্যা উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীতে চুঁইয়ে পড়েনি। ভারতেও গত একশ পুরুষ ধরে একফোঁটা বিদ্যাও ব্রাহ্মণদের থেকে দেশের জনসাধারণের ওপর চুঁইয়ে পড়েনি।[৩৫]

উনিশ শতকে রচিত আধুনিক শিশুপাঠ্য বইয়ের বিকাশ আর আধুনিক শিক্ষা ও সমাজ বিকাশের ধারাকে একটি অন্তঃ-সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে বুঝতে হবে আমাদের। উনিশ শতকের প্রথমভাগের বাংলা পড়ার বইগুলি বিশেষ বিশেষ বাংলা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্যই লেখা হয়েছিল। এ সময়ের বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা আর গণশিক্ষা প্রসারকেও এক করে দেখলে চলবে না। এ কারণেই ১৩৪২-এ *প্রবাসী* পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রশ্ন ওঠে, ইহাই কি সত্য নহে, যে, শিক্ষার বিস্তৃততম ক্ষেত্র প্রাথমিক জনবিস্তারক্ষেত্রে শিক্ষা আগেকার চেয়ে সংকীর্ণতর হইয়াছে?' সেখানে তথ্য দিয়ে আরো বলা হয়েছে,

> "ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে বঙ্গে যে ৮০,০০০ বিদ্যালয় ছিল, তাহার অধিকাংশ ছিল পাঠশালা। সুতরাং এখন লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি হেতু ১২৫২৮৫টি পাঠশালা হইলে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে অবস্থা তখনকার সমান হয়। এখন কিন্তু আছে তখনকার অর্দ্ধেকের কম। এখন প্রত্যেক ৮২০ জন বাসিন্দা প্রতি একটি পাঠশালা আছে। ইহাকে দ্রুত শিক্ষাবিস্তার কিংবা মন্থর শিক্ষাবিস্তার, কিছুই বলা যায় না।'[৩৬]

যাই হোক, ঔপনিবেশিক ভারতে মুদ্রিত ভাষা এবং সাহিত্য সামাজিক পরিচিতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছিল; এবং এই পরিসরেই প্রতিদ্বন্দী সামাজিক গোষ্ঠীগুলির প্রথম দিককার প্রতিযোগিতাগুলো গড়ে উঠেছিল। দেশীয় ভাষার ও সাহিত্যের বিকাশ সামাজিক বিন্যাসের এবং আত্ম-উপস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলোকে নির্মিত করেছিল। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাতে আলোড়িত সক্রিয় বৌদ্ধিক বাতাবরণে বাংলাই হয়ে উঠেছিল সচেতন শহুরে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে ছিল ব্রিটিশ এবং শহরের বাঙালি শিক্ষিত সমাজের দ্বারা সাহিত্যের জন্য একটা নতুন বাংলা গদ্য ভাষার নির্মাণের উদ্যোগ এবং এর পূর্বেকার সংযমহীন চলিত রূপের থেকে একে পৃথক করার প্রয়াস। এই প্রকল্পটি উদীয়মান মুদ্রণ সংস্কৃতিতে 'অশ্লীল' ও 'সুশীলের' ধারণাগুলোকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করেছিল নতুন নিরিখ বা মানদণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে। আধুনিক সাহিত্যগত অনুশাসনের গঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এর দূষণকারী অন্যান্য ভাষারূপ (অর্থাৎ নারীর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দরিদ্র মুসলিমের কথ্য ভাষা) গুলির থেকে স্ট্যান্ডার্ড ভাষার একটা সচেতন পৃথকীকরণ।[৩৭] এই নতুন পরিমার্জিত বাংলাই হয়ে উঠেছিল শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক শ্রেণীর হলমার্ক বা নির্দেশক চিহ্ন। এসবের মধ্য দিয়েই নিম্নশ্রেণির ভাষাজগতের ধ্বংসসাধনের সুচিন্তিত উদ্যোগ সংঘটিত হয় এবং ঔপনিবেশিক নতুন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের বহিষ্করণও নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

Reference :

১. Dharampal, *The beautiful tree : indigenous education in the 18th century,* Biblia Impex Pvt. Ltd., Delhi, 1983

২. Kazi Shahidullah, 'The purpose and impact of government policy on *pathshala gurumahashays'*, in N. Crook (ed.), *The transmission of knowledge in South Asia* (Delhi, 1966), pp. 119-134

৩. Hetakar Jha, 'Decline of Vernacular Education in Bihar in the Nineteenth Century', *in* Sabyasachi Bhattacharya (ed.), *The Contested Terrain: Perspectives on Education in India,* Orient Longman, Delhi, 1998, P. 218–228

৪. Poromesh Acharya, 'Indigenous education and bhahminical hegemony in Bengal', in N. Crook (ed.) *op. cit*., 116

৫. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য,* বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮, পৃ. ৭৩

৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য,* বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮, পৃ. ৭৪

৭. William Ward, *Views of the Hindus.* Vol. I, P. 160. [সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষাচিন্তা (১৮৩৫-১৯০৬),* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, মার্চ, ১৯৮৫, পৃ. ১১। দ্রঃ]

৮. শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪২।

৯. Selections from Educational Records, Part I (1781–1839) sharp, P. 24. [শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলার জনশিক্ষা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, কার্তিক, ১৩৫৬, পৃ. ৪। দ্রঃ]

১০. বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র, *বাংলার জনশিক্ষা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, কার্তিক, ১৩৫৬, পৃ. ১৪

১১. চ্যাটার্জী, সুনীলকুমার, *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন ,* রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৪–১৫

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১৩. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য,* আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ৪৭

১৪. চৌধুরী, নারায়ণ ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *শিশুশিক্ষার ভাষা,* এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৮, পৃ. ১৬৯

১৫. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য,* বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮, পৃ. ৯০

১৬. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য,* বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮, পৃ. ৯৯

১৭. আচার্য, পরমেশ, বাঙালির শিক্ষাচিন্তা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ১৬৩

১৮. সেনগুপ্ত, সুখময়, *বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষাচিন্তা (১৮৩৫–১৯০৬),* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, মার্চ, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪

১৯. আচার্য, পরমেশ, বাঙালির শিক্ষাচিন্তা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ১৬৩

২০. পাল, বিপিনচন্দ্র, *নবযুগের বাংলা,* যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ. ৪৬-৪৭

২১. বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র, *বাংলার উচ্চশিক্ষা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ফাল্গুন, ১৩৬০, পৃ. ২২

২২. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৪৭, পৃ. ৯৮৬

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *রামমোহন রায়,* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ফাল্গুন, ১৩৫০, পৃ. ৭১

২৪. Roy, Rammohun, *Bengalee Grammar In The English Language,* Unitarian Press, Calcutta, 1826, Introduction.

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ,* অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৯

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২৭. Douglas Haynes, 'From Tribute to Philanthropy: The Politics of Gift Giving in a Western Indian City', *Journal of Asian Studies*, 1987, 46(2): pp. 339–60

২৮. Hatcher, Brian A. *Vidyasagar: The Life and After-life of an Eminent Indian,* Routledge, New Delhi, 2014, P. 91-92

২৯. Sen, Asok *Iswar Chandra Vidyasagar and His Illusive Milestones*, Riddhi India, Calcutta,1977, P. 27-28

৩০. Brian A. Hatcher, *Idioms of Improvement: Vidyasagar and Cultural Encounter in Bengal,* Oxford University Press, New Delhi, 2000, P. 18

৩১. বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র, *বেথুন সোসাইটি,* বিশ্বভারতী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ৫ই মেঘ, ১৩৬৭, পৃ. ২১, ২৫

৩২. ভট্টাচার্য, দেবীপদ (সম্পাদিত ও সংগৃহীত), *রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান,* জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৪১

৩৩. দে, লালবিহারী, 'বঙ্গভাষা শিক্ষার উপকার কি?', অরুণোদয়, ১৫ই জুন, ১৮৫৮ (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান,* জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১৭ দ্রঃ)

৩৪. The proceedings & transactions of the Bethune Society from Nov, 1859 to April, 20,1869, P. 113-120

৩৫. ভট্টাচার্য, দেবীপদ (সম্পাদিত ও সংগৃহীত), *রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১১০

৩৬. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামানন্দ, (সম্পাদিত) প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪২

৩৭. Ghosh, Anindita. *Power in Print*, Oxford University Press, New Delhi, 2006, P. 3-5